যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য কঠোর হচ্ছে ভিসা নীতি

শিক্ষা ডেস্ক
১৭ জুলাই ২০২৬, ০২:৪৫ পিএম

ছবি: সংগৃহীত।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসা সংক্রান্ত নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন চূড়ান্তভাবে এমন একটি বিধি ঘোষণা করেছে, যার ফলে বিশেষ সরকারি অনুমোদন ছাড়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা চার বছরের বেশি দেশটিতে অবস্থান করতে পারবেন না।

মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ জানিয়েছে, আগামী সেপ্টেম্বর থেকে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে। সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী, ভিসার অপব্যবহার ঠেকানো এবং জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নতুন নীতিতে শুধু থাকার সময়সীমাই নয়, শিক্ষার্থীদের একাডেমিক প্রোগ্রাম পরিবর্তন বা একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যটিতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি আরোপ করা হবে। এতদিন এসব বিষয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে তুলনামূলক বেশি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল।

বর্তমানে এফ-১ শিক্ষার্থী ভিসা ও জে-১ এক্সচেঞ্জ ভিসাধারীরা 'ডিউরেশন অব স্ট্যাটাস' নীতির আওতায় কোর্স শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে পারতেন। তবে নতুন বিধি কার্যকর হলে সেই সুবিধা আর থাকবে না; পরিবর্তে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে অবস্থান সীমাবদ্ধ থাকবে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সেক্রেটারি মার্কওয়েন মুলিনের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে অনেকে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সুযোগ বাড়াতে একের পর এক শিক্ষাকোর্সে ভর্তি হয়ে অভিবাসন ব্যবস্থার অপব্যবহার করেছেন। নতুন নিয়ম সেই প্রবণতা বন্ধে সহায়ক হবে বলে মনে করছে প্রশাসন।

তবে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অলাভজনক সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটরস। সংস্থাটির মতে, দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর থাকা একটি ব্যবস্থায় অপ্রয়োজনীয় জটিলতা ও অনিশ্চয়তা তৈরি করবে এই নীতি।

সংস্থার প্রধান নির্বাহী ফান্টা আও বলেন, বাস্তবে যে সমস্যা নেই, সেটির সমাধান খুঁজতে গিয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর অতিরিক্ত প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

নতুন বিধির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো, পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর বিদেশি শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করা বা অন্য ধরনের ভিসায় আবেদন করার জন্য মাত্র ৩০ দিন সময় দেওয়া হবে। বর্তমানে এ জন্য ৬০ দিনের সুযোগ রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়তে পারে স্নাতকোত্তর, পিএইচডি এবং গবেষণাভিত্তিক কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ওপর। কারণ এসব কোর্স শেষ করতে অনেক সময় চার বছরেরও বেশি লাগে। গবেষণার অর্থায়ন, প্রকাশনা বা অন্যান্য একাডেমিক কারণে পড়াশোনার সময়সীমা আরও দীর্ঘ হতে পারে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি সীমিত করা এবং অভিবাসন নীতিকে আরও কঠোর করার যে বৃহত্তর পরিকল্পনা ট্রাম্প প্রশাসন গ্রহণ করেছে, নতুন এই বিধান তারই অংশ। এর আগে প্রশাসন কয়েকটি শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমানোর উদ্যোগ নিয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করেছেন এমন কিছু বিদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিলের পদক্ষেপও নিয়েছিল।